যুগান্তর

তারিখ ... 2008

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ক্লাসরুম সংকট : শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

নাঈমুল করীম নাঈম, *শাবি থেকে*

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ক্লাসরুম সংকট বিরাজ করছে। চাহিদার তুলনায় কম সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এ অনুষদের ৯টি বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রম। এসব বিভাগের ক্লাস চলে অডিটোরিয়ামে, শিক্ষকদের অফিস কক্ষে, সেমিনার কক্ষে, লাইব্রেরিতে এমনকি ব্যায়ামাগারেও। আবার স্থান সংকুলান না হওয়ায় ক্লাস চলাকালীন অনেককে বারান্দায় অথবা রুমে দাঁড়িয়েই ক্লাস করতে হয়। ক্লাসরুম সংকটের কারণে সময়মতো ক্লাস ও পরীক্ষা নিতে পারেন না শিক্ষকরা। একটি ক্লাসের জন্য সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকেও লাভ হয় না শিক্ষার্থীদের। ক্লাস না করেই ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে হয় তাদের। পাশাপাশি সময়মতো ক্লাস ও পরীক্ষা নিতে কয়েকজন শিক্ষকের অবহেলায় চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এ অবস্থায় মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে একাডেমিক কার্যক্রম। বাড়ছে সেশনজট, কমছে শিক্ষার মান, দেখা দিচ্ছে সেমিস্টার জটিলতা। দীর্ঘদিন ধরে এ সমস্যা চলে এলেও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সমস্যা আরও তীব্রতর হচ্ছে। সূত্রমতে, শাবিতে ২৩টি বিভাগে সাড়ে নয় হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই। অন্যান্য অনুষদে ক্লাসরুম সংকট কিছুটা কম থাকলেও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে এ সমস্যা প্রকট। এ অনুষদের ৯টি বিভাগে ৫৯টি ব্যাচের প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এ ৫৯টি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাসরুম রয়েছে মাত্র ১৯টি। এর মধ্যে পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের ৪টি ব্যাচের জন্য ক্লাসরুম মাত্র ২টি। লোক প্রশাসন বিভাগের ৪টি ব্যাচের জন্য ক্লাসরুম রয়েছে মাত্র ২টি। এ বিভাগের ক্লাস চলে ব্যায়ামাগারে। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ৮টি ব্যাচের জন্য ক্লাসরুম রয়েছে ৩টি। সমাজকর্ম বিভাগের ৯টি ব্যাচের জন্য ক্লাসরুম রয়েছে ৩টি। অর্থনীতি বিভাগের ৯টি ব্যাচের জন্য ক্লাসরুম রয়েছে ৩টি। নৃবিজ্ঞান বিভাগের ৯টি ব্যাচের জন্য ক্লাসরুম রয়েছে ৩টি। ইংরেজি বিভাগের ৯টি ব্যাচের জন্য ক্লাসরুম রয়েছে মাত্র ২টি। এ বিভাগের ক্লাসরুম চলে লাইব্রেরি ভবনে। বাংলা বিভাগের ৪টি ব্যাচের জন্য ক্লাসরুম রয়েছে মাত্র ১টি। পলিটিক্যাল স্টাডিজ এন্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের ৩টি ব্যাচের জন্য কোন ক্লাসরুম নেই। এ ব্যাচের জন্য কোন শিক্ষক নেই। নেই কোন অফিস কক্ষ। পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের অধীনে এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাস করানো হয়। গত বছর এ বিভাগটি ভাগ করে লোক প্রশাসন ও পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ করায় এ বিভাগের অধীনে থাকা ৩টি ব্যাচের প্রায় দু'শ জন শিক্ষার্থী বিপাকে পড়ে। ক্লাস ও পরীক্ষা নিয়ে চরম বিড়ম্বনার শিকার হতে হয় এ বিভাগের শিক্ষার্থীদের। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেও কোন লাভ হয়নি। অন্য বিভাগের ক্লাস চলাকালীন সময়ে এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি রুটিন অনুযায়ী ক্লাসের সময় রুমে বসে থাকলে তাদের বের করে দিয়ে অন্য বিভাগের ক্লাস নেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা শেষ করলেও শুধু ক্লাসরুম সংকটের কারণে এ তিনটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ একমাস কোন ক্লাস হয়নি। এতে করে একই ব্যাচের অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের চেয়ে তারা অন্তত ২ মাস পিছিয়ে পড়েছে। এ বিভাগের ৩য় বর্ষ ২য় সেমিস্টারের ছাত্র হিরা আল মামুন বলেন, অনেক স্বপ্ন ও আশা নিয়ে এ বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু ক্লাসরুম সংকটের কারণে এ বিভাগে এখন আর মানসম্মত পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। প্রায়ই ক্লাসের অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের প্রধান দিলারা রহমান বলেন, এ অনুষদে ক্লাসরুমের এত বেশি সংকট যে লাঞ্চের সময়ও শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিতে হয়। এতে করে মানসম্মত পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। ক্লাসরুম সংকটের পাশাপাশি শিক্ষকদের অবহেলার কারণে অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীরা অন্য বিভাগের বিভিন্ন বর্ষ থেকে ক্লাসরুম সংকট নিরসনে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে দাবি তুললেও কোন কাজ হয়নি। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের অবস্থান ধর্মঘট, নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে তালা। ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের ভিসি বরাবর স্মারকলিপিসহ বিভিন্ন সময়ে ক্লাসরুম সংকট নিরসনে দাবি উঠেছে। তবে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ক্লাসরুম সংকটের ব্যাপারে শাবি ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম জানান, শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য নতুন একটি ভবনের (ই-বিল্ডিং) নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে আছে। ভবনটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে ক্লাসরুম সংকট কিছুটা হলেও কমবে।

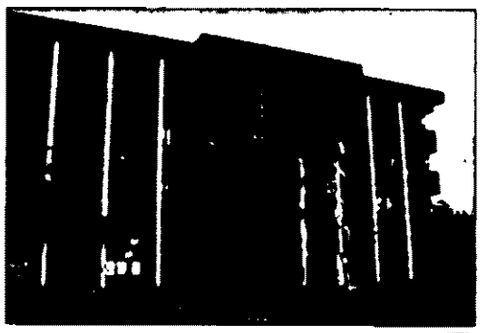

শাবির একাডেমিক ভবন । যুগান্তর